সমকাল

তারিখ 03 JUN 2016
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ

■ বিশেষ প্রতিনিধি

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবার শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে। টাকার অঙ্কে তা আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে ১১ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা।

এবার সরকারের পরিকল্পনা মোট বাজেটের ১৫ দশমিক সাত ভাগ অর্থ এ খাতে বরাদ্দ করার। তবে বরাদ্দ বাড়ানো ছাড়া এবার অন্য কোনো সুখবর নেই এ খাতে। ব্যাপক প্রত্যাশা থাকলেও শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন স্কেলের কোনো সম্ভাব্যতা দেখানো হয়নি প্রস্তাবিত এ বাজেটে। বেসরকারি শিক্ষকদের বহুল প্রত্যাশিত এমপিওভুক্তি খাতেও নেই নতুন বরাদ্দ। নেই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্তির আশ্বাস। বড় ধরনের কোনো নতুন প্রকল্পও হাতে নেওয়া হচ্ছে না শিক্ষা খাতে। বলা হয়েছে, চলমান প্রকল্পগুলোই চালিয়ে নিতে।

> নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি এবারও নয়

গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদে দেওয়া বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত অবশ্য শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন, শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালনা, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণের প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়কে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা, উপবৃত্তি ও স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু রাখা, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়া, টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, ৬৩ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কারে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটানোর।

এবার ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধা বোর্ড'-এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকা এনডাওমেন্ট ফান্ড এবং ১০০ কোটি টাকা এককালীন অনুদান প্রস্তাব করা হয়েছে– যা বেশ কয়েক বছর বন্ধ ছিল। এ ছাড়া বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ফান্ডের অনুকূলে এককালীন ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এ দুটি তহবিলে সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য এটি সুসংবাদ।

সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবার : শিক্ষা খাতকে বিবেচনা করা হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে। তবে প্রস্তাবিত বাজেট পরিকল্পনায় গত বছরের মতো এবারও শিক্ষা খাতের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কেও একীভূত করে 'শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত' হিসেবে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে এ খাতে ৫২ হাজার ৯১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা মোট বাজেটের ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে তা ছিল প্রস্তাবিত বাজেটের ১১ দশমিক ৬ শতাংশ।

প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, আসন্ন বাজেটে শুধু শিক্ষা খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে মোট ৪৯ হাজার ১০ কোটি টাকা। বিগত অর্থ বছরগুলোকে বিবেচনায় নিলে, শিক্ষা খাতে এবারই সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষায় এ বরাদ্দ চলতি বছরের তুলনায় ১১ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা বেশি। চলতি অর্থবছরে শিক্ষা খাতে মোট বরাদ্দ ৩৭ হাজার ১০৫ কোটি টাকা। যদিও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৩১ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।